বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক প্রবেশিকা পরীক্ষা, ২০২২

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৫০

১. যে কোনো একটি বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করো। ১x২০ = ২০

ক) তোমার মনকেমনের গান।

খ) তোমার পড়া কমিক্‌স-এর প্রিয় চরিত্ররা।

গ) তোমার অতিমারির দিনগুলো।

ঘ) বাংলা সাহিত্যে ভালো ভূত, খারাপ ভূত।

ঙ) যে দেশকে আমি ভালোবাসি।

চ) তোমার ভালোলাগা বই।

ছ) বাংলা কবিতা : প্রেমে, প্রতিবাদে।

জ) মনে মনে যেখানে যেতে চাই।

২. নীচের যে কোনো একটি উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে তোমার ভাবনা বিস্তারিত লেখো। ১ x ১৫ = ১৫

ক) "আমাকে কি তুমি খুঁজেছ কখনও সমস্ত দেশ জুড়ে?/ তবুও পাওনি? তাহলে ফিরেছ ভুল পথে ঘুরে ঘুরে।"

খ) "কাল যে আমি ছিলাম, প্রমাণ করো/ আজও আমি সেই আমিটাই কি না।"

গ) "একবার ত্যাজিয়ে সোনার গদি, রাজা মাঠে নেমে যদি হাওয়া খায়/ তবে রাজা শান্তি পায়।"

ঘ) "সত্যি যে কোথায় শেষ হয়, স্বপ্ন যে কোথায় শুরু হয় বলা মুশকিল।"

[*পর পৃষ্ঠায়*

৩. নীচের যে কোনো একটি কবিতা পড়ে তার একটি মূল্যায়ন করো। ১ x ১৫ = ১৫

ক) আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,/ বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
অসীমকালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,/ বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান, / বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান, / বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

খ) মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে, / রামধনুকের আব্‌ছায়াতে,
তাল বেতালের খেয়াল সুরে,/ তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,/ নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন্ আকাশতলে/ স্বপনদোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে,/ আকাশ কুসুম আপ্‌নি ফোটে,
রাঙিয়ে আকাশ, রাঙিয়ে মন/ চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ
আজকে দাদা যাবার আগে/ বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে –
নাই বা তাহার অর্থ হোক্/ নাই বা বুঝুক বেবাক্ লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে/ ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।...
আজকে আমার মনের মাঝে/ ধাঁই ধপাধপ্ তব্‌লা বাজে –
রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্/ কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।...
আদিম কালের চাঁদিম হিম/ তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,/ গানের পালা সাঙ্গ মোর।

গ) তোমার কোনো ধর্ম নেই, শুধু/ শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরা ছাড়া
তোমার কোনো ধর্ম নেই, শুধু/ বুকে কুঠার সইতে পারা ছাড়া
পাতালমুখ হঠাৎ খুলে গেলে/ দুধারে হাত ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া
তোমার কোনো ধর্ম নেই, এই/শূন্যতাকে ভরিয়ে দেওয়া ছাড়া।
শ্মশান থেকে শ্মশানে দেয় ছুঁড়ে/ তোমারই ঐ টুকরো-করা-শরীর
দুঃসময়ে তখন তুমি জানো/ হলকা নয়, জীবন বোনে জরি।
তোমার কোনো ধর্ম নেই তখন/ প্রহরজোড়া ত্রিতাল শুধু গাঁথা –
মদ খেয়ে তো মাতাল হত সবাই/ কবিই শুধু নিজের জোরে মাতাল।